ইসলামের অ আ ক খ

লেখকঃ

রফিক ইবনে শরাফত

তত্ত্বাবধানেঃ রেজাউল বিন জিয়া

প্রকাশনায়:

ইসলাম শিক্ষা পাঠাগার (ইশিপা)

বেলুটিয়া (দত্তবাড়ি) বাজার, মধুপুর, টাংগাইল

মোবাইল: ০১৭২৫৯০৩০৫৩

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	
দুই বন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	
আল্লাহকে অনুভব	
ঈমান	
মহান আল্লাহর মারেফাত	
তাওহীদ ও শির্ক	
ইসলাম	
ইবাদত	
দ্বিতীয় অংশ	

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রসংসা এ বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য, যিনি ইসলামকে আমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং যার মধ্যে নতুন করে কোন কিছু সংযোজন করার কিংবা কিছু বাদ দেয়ার কোন সুযোগ রাখেননি। দরূদ ও শান্তির অবিরাম ধারা বর্ষিত হোক রাহমাতুল্লিল আলামীন প্রিয় নবী মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সম্মানিত সাথীদের (সাহাবাগণ) ও সকল মুসলিমদের প্রতি। আমরা যেন সেই পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি, যে পথ সোজা মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আমীন, ইয়া রাব্বুল আলামীন।

বাংলাদেশের ৯০ ভাগ মানুষ মুসলিম হওয়ার দাবিদার, অথচ মহান রাব্বুল আলামিন কুরআন ও হাদীসে মুসলিম হওয়ার যে শর্ত দিয়েছেন, তার নূন্যতম শর্তের বাস্তবায়ন খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। আমাদের দেশের কত ভাগ মুসলিম কোন খারাপ কাজ করতে গিয়ে আল্লাহর ভয়ে সে কাজ থেকে ফেরত আসে, তা আমার জানা না থাকলেও এ রকম লোক আমাদের সমাজে খুবই কম তা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি। আল্লাহর ইবাদত না করা ও আল্লাহর ভয়ে মন্দ কাজ থেকে নিজেকে বিরত না রাখা ঈমানের দুর্বলতার পরিচয় বহন করে। দেশের বেশির ভাগ মানুষ কখনও জেনে আবার কখনও বা না জেনে-বুঝে শির্ক ও বিদআতের মত বড় গুনাহের কাজগুলো অকপটে করে যাচ্ছে, কারণ তারা জানে না, শির্ক ও বিদআত কী? মহান আল্লাহ এদের উদ্দেশেই বলেন- বেশির ভাগ লোক ঈমান আনার পরেও মুশরিক। (সূরা ইউসুফ ১০৬ আয়াত)।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষকে ইসলামের দিকে ডেকে ইসলামী লেবাসে অর্থাৎ পাঞ্জাবি, টুপি ও পাগড়ির ছত্রছায়ায় বসে শির্ক ও বিদআত শিখাচ্ছে আলেম-এর দাবিদার কতিপয় ধর্মব্যবসায়ী। যারা কখনও নামাযের কাফফারা, কুরআন খানি, জালালি, ইউনুস কিংবা খতমে শিফার নামে সাধারণ মুসলিমদের ঈমান ও সম্পদ সমান তালে লুটে নিচ্ছে, আবার কখনও বা কোন মুসলিম ভুল করে রাগের মাথায় যদি নিজের স্ত্রীকে ত্বালাক শব্দটি উচ্চারণ করে, তাহলে সে মহিলাকে হালালা বা হিল্লার নাম করে মসজিদের মিনারের ছায়ায় তামাসার পাত্রী বানাচ্ছে। ত্বালাক দেয় পুরুষ আর হালালা বা হিল্লা করায় মহিলাকে দিয়ে। যখনই কোন মুসলিম বা সঠিক আলেম এর প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছে, তখনই তাকে নানান শব্দ-সন্ত্রাসের মাধ্যমে সমাজ থেকে বিতাড়িত করছে ঐ সব ধর্ম ব্যবসায়ীরা। তাদের টুটি চেপে ধরা হয়েছে কঠিনভাবে। বৃটিশ মন্ত্রী নোআবিদিয়াত ১৯০৮ সালে একটি বিবৃতিতে বলেন- যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের হাতে কুরআন থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে পেরে উঠব না। আমাদের দরকার তাদের জীবন থেকে কুরআনকে আলাদা করা। এ মর্মে কুরআনকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা হিসেবে কিছু গোয়েন্দাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা রিপোর্ট দেন, মুসলিমদের সকল কুরআন জ্বালিয়ে দিলেও তা ধ্বংস করা অসম্ভব। কারণ কোটি কোটি হাফেযে কুরআন রয়েছে। কার কার সিনায় কুরআন রয়েছে তা খুঁজে

বের করা কঠিন। এরপর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, মুসলিমদের হাতে কুরআন থাকলেও তারা যেন এর অর্থ বোঝা থেকে দূরে থাকে। আর তখন থেকে প্রচার শুরু হয় কুরআন বুঝার জন্য ১৫ ধরনের ইলম-এর প্রয়োজন। নানা কৌশলে ভারত উপমহাদেশের কিছু আলেমদেরকে টাকার বিনিময়ে কিনে তারা এমন কিছু কিতাব রচনা করে, যার মধ্যে মিথ্যা গল্প ও জাল হাদীসের ছড়াছড়ি। মিথ্যা কথা ও জাল হাদীসের বৈধতা দিতে গিয়ে দু চারটি সহীহ হাদীসও দেয়া হয়, যেমন করে হলুদের মধ্যে ভুট্টার গুড়া মিশানো হয়। এ কিতাব ভারত উপমহাদেশের মুসলিমদের মাধ্যমে মসজিদে ঢুকিয়ে সেখান থেকে কুরআন বের করে দেয়া হয়েছে। ইংরেজদের এ পরিকল্পনার ফাঁদে পা দিয়ে ঈমান হারা হচ্ছে লাখো মুসলিম। এরাই গালি দেয় তাদের, যারা মানুষদের সহীহ ইসলামের দিকে ডাকে। যখন মানুষ কুরআন হাদীস ছেড়ে অন্য কিতাবের মাঝে জান্নাত খোঁজার চেষ্টা করছে ঠিক তখনই কোথাও খাজা বাবা, গাজা বাবা, ল্যাংটা বাবা আবার কোথাও বা পাগলা বাবা নাম ধারণ করে কতিপয় ধর্ম ব্যবসায়ী মানুষদেরকে জাহান্নামের দিকে দ্রুত নিয়ে যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় আমরা কতিপয় যুবক মিলে বাংলার জমিনে আল্লাহর দ্বীন ইসলামের প্রত্যয় নিয়ে প্রতিষ্ঠা করি একটি লাইব্রেরী। যার নাম দেয়া হয় **ইসলাম শিক্ষা পাঠাগার (ইশিপা)**। এর মাধ্যমে আমরা সাপ্তাহিক আলোচনা, বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিল, ইসলামিক কোন বিষয়বস্তু সম্বলিত লিফলেট প্রকাশ ও বিতরণ, বিনামূল্যে কিংবা নামমাত্র মূল্যে বই বিতরণ, বয়স্ক মহিলা ও পুরুষদের কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি গরিব দুখি মানুষদেরকে আর্থিক সাহায্য করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যার ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত ১৫টি টিউবওয়েল স্থাপন, আশ্রয়হীন চারটি পরিবারকে বাড়ি করে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং এ পর্যন্ত তিনটি কাঁচা মসজিদ পাকা করে দিতে সমর্থ হয়েছি, আল-হামদুলিল্লাহ। যখন আমরা যথাসম্ভব আল্লাহর জমিনে দ্বীন প্রচার ও সামাজিক উন্নয়নের কাজ ধীর গতিতে চালিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় অনলাইনে (ফেচবুক, টুইটার, ইউটিউব ও হোয়াটসয়াপ) দ্বীন প্রচারের বিরাট দ্বার উন্মোচন হয়ে যায়। আমরা এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনলাইনেও ইসলাম প্রচারের চেষ্টা চালাতে থাকি। আর এর মাধ্যমে পেয়ে যাই কিছু তাওহীদের বীর সৈনিক যারা আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে ভাল বাসেন, তাদের সহযোগিতা পেয়ে মনে হচ্ছে, আমাদের তাওহীদের নৌকার পালে নতুন হাওয়ার যাটকা লেগেছে আর আমরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি গন্তব্যের দিকে। আমরা যে আর্থ সামাজিক কাজ গুলো করে যাচ্ছি তার আয়ের একমাত্র উৎস আপনাদের দান বা সাদকা। এ কাজগুলোকে আরো দ্রুত ত্বরান্বিত করার লক্ষে আপনাদের সকলের সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। আপনাদের দেয়া দান বা সাদকার অর্থ যথাস্থানে ব্যবহারের নিশ্চয়তা থাকবে, ইনশা আল্লাহ। আমরা সবাই মিলে যদি একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই, তাহলে বড় কিছু করতে পারব, ইনশা আল্লাহ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালু কনা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।

এ লাইব্রেরীর কার্যক্রম কোন নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহৎ পরিসরে কাজ করার লক্ষে আমরা সহীহ আক্বীদার উপর কিছু বই প্রকশ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আল-হামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে ২০১৩ সালে লাইব্রেরীর পক্ষ হতে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করি। এ বইটি অনেকেই আগ্রহ সহকারে পড়ে আমাদেরকে আরো উৎসাহ দিয়েছেন। আপনাদের সকলের বই পড়ার আগ্রহ দেখে আমরা আনন্দিত। এরপর হতে মনে ইচ্ছা জাগরিত হতে থাকে বার বার বই প্রকাশ করার, কিন্তু আর্থিক স্বল্পতার কারণে সকল ইচ্ছাই পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তথাপি মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে আবারো ইচ্ছা পোষণ করলাম আরো একটি বই প্রকাশ করার। বইটির নাম- **ইসলামের অ আ ক খ**। আসলে আমাদের দেশের মানুষ ৯০ ভাগ মুসলিমের দাবিদার হলেও ইসলামের প্রাথমিক বিষয়গুলো সম্পর্কে অধিকাংশই অনভিজ্ঞ। তাই ইসলামের প্রাথমিক বিষয় নিয়ে এ বইটি লেখার চেষ্টা করেছি। আমাদের এ উদ্দেশ্য তখনি সফল হবে যখন আপনারা বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। আমাদের অভিজ্ঞতা খুবই কম, তাই বইটির মাঝে কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমা ও সুন্দর পরামর্শসহ আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। আসুন, আমরা সবাই মিলে আল্লাহর জমিনে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাই। হতে পারে আমাদের এ আমলটি কিয়ামতের ময়দানে মিযানের পাল্লায় অনেক ভারি হবে, ইনশা আল্লাহ।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, আল্লাহ যেন আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল ও মঞ্জুর করেন। সামনের দিনগুলো যেন তার সন্তুষ্টির জন্য আরো ভাল কিছু করার তাওফীক দান করেন। আল্লাহ আমাদেরকে শির্ক ও বিদআত থেকে রক্ষা করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আমিন!

সবার দোয়ার প্রত্যাশী

রফিক ইবনে সরাফত

প্রতিষ্ঠাতা- ইসলাম শিক্ষা পাঠাগার (ইশিপা)

বেলুটিয়া (দত্তবাড়ি) বাজার, মধুপুর,টাংগাইল,

দুই বন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

আব্দুল্লাহ একজন সৌদি প্রবাসি। সৌদি এয়ারলাইন্স-এর একটি বিমানে ছুটিতে দেশে যাওয়ার সময় একই ফ্লাইটে ইটালি থেকে আগত তার বাল্য বন্ধু শাহিনের সাথে সাক্ষাত হয়ে যায়। দুজনেই তাদের ভাবের আদান প্রদান ও নানান পুরানো স্মৃতির কথা স্মরণ করতে করতেই কেটে যাচ্ছিল সময়, হটাৎ বিমানের মাইকে আওয়াজ, শাহজালাল ইয়ারপোর্টে বেশি কুয়াশা থাকায় আমাদের বিমানটি ল্যান্ডিং করতে পারছি না। আমরা দুবার ল্যান্ডিং এর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। আরেকবার চাষ্টা করে ল্যান্ডিং করতে না পারলে আমাদেরকে ব্যাংকক অথবা কোলকাতায় জরুরি অবতরণ করতে হবে। বহুদিন পর দেশে ফেরার সময় যেখানে এক পলক তর সয় না। সেখানে প্লেন যদি অন্য কোথাও ল্যান্ডিং করে, তাহলে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। সবাই যখন চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে। হঠাৎ করেই বিমানের চাকা মাটিতে নামার শব্দ কানে ভেসে আসে। তখন শাহিন খুশিতে আত্মহারা হয়ে হাততালি দিতে থাকে এবং এসে গেছি আমার দেশে বলে চিৎকার করতে থাকে। এরই মাঝে আব্দুল্লাহর কণ্ঠে হতে আল-হামদুলিল্লাহ পড়ার শব্দ ভেসে আসে। আল-হামদুলিল্লাহ শুনে শাহিন বলতে থাকে, সৌদিতে থেকে মুর্খতা শিখেছিস তাই না? প্লেন অবতরণ করালো পাইলট আর শুকরিয়া আদায় করলি (আল্লাহর) যার কোন অস্তিত্বই নেই।

আব্দুল্লাহঃ- কী বলছিস তুই, আল্লাহকে বিশ্বাস করিস না? আগে তো নামায পড়তি।

শাহিনঃ- আরে, এখন বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান প্রমাণহীন কোন কিছুই বিশ্বাস করে না। আল্লাহকে কেউ কোন দিন দেখেছে? তার কোন অস্তীত্বই নেই। যদি আল্লাহ থাকতো তার কিছু প্রমাণ থাকতো। এসব ছেড়ে আধুনিক হতে চেষ্টা কর। ধর্ম কেন মানতে হবে? তাছাড়া ধর্ম তো বহুত, কোন্ ধর্ম মানতে হবে?

আব্দুল্লাহঃ- সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ। মানুষের জন্মের পূর্বের ইতিহাস ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানা ও তার জন্য করণীয় বিষয়ে অবহিত হওয়ার জন্যই ধর্ম মানতে হবে। কারণ ধর্ম ছাড়া এসব বিষয়ে জানার কোন মাধ্যম নেই। তোর বিজ্ঞানে এর কোন উত্তর আছে? ধর্ম তো অনেক তবে আল্লাহ মনোনীত সঠিক ধর্ম একটাই, তা হচ্ছে ইসলাম। অতীতের সকল ধর্মই পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে ফেলার কারণে আল্লাহ সকল ধর্ম বাতিল করে মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর অর্পিত ধর্মকে কিয়ামত পর্যন্ত মানার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই এ ধর্ম মানা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই মৃত্যু পরবর্তী জিবনে সুখী হওয়ার জন্য।

শাহিনঃ- ধর্ম আমাদের জন্মের পূর্বের অনেক কথাই তো বলে, যদি তা সত্য হতো তাহলে তা আমাদের মনে নেই কেন? যেমন আমরা দুনিয়ায় আসার আগে জান্নাতে ছিলাম। আমাদের মনে নেই। এটি কি প্রমাণ করে না ধর্ম মিথ্যা কথা বলে?

আব্দুল্লাহঃ- আমরা সবাই তো মায়ের গর্ভে ছিলাম, মায়ের পেট থেকে দুনিয়ায় এসেছি, মায়ের বুকের দুধ পান করেছি, আরো ছোটকালে কত কিই তো করেছি, সেগুলোও তো মনে নেই, তাহলে এসব বিষয় কি মিথ্যা? আমাদের দৃষ্টিসীমা কতদূর? পাঁচ কিংবা ১০ কিলোমিটার, আমাদের দৃষ্টিসীমার পরে কি আর কিছু নেই? আসলে মানুষের স্মরণশক্তি, জ্ঞান, দৃষ্টিসীমা ও বোধশক্তি খুবই কম। তাই মনে থাকে না, আবার অনেক বিষয় দেখতেও পায় না।

আল্লাহ বলেন-

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

কোন জ্ঞান তাকে আয়ত্ত করতে পারে না যতটুকু আল্লাহ আয়ত্ত করতে দেন ততটুকু ছাড়া। (সূরা বাকারা ২৫৫ আয়াত)। আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে যা বলেছেন তা আমাদের মেনে নেয়া উচিত। ওকে আজ চল যাই, পরে এক সময় দুজন বসে এ ব্যাপারে আলচনা করব।

আল্লাহকে অনুভব

আব্দুল্লাহঃ- তুই বলেছিলি যা দেখা যায় না তা তুই বিশ্বাস করিস না, তাহলে বাতাস, তাপ, ব্যাথা, দুঃখ-যন্ত্রণা, গরম, ঠান্ডা এ ছাড়াও অনেক কিছুই তো দেখা যায়। অথচ এগুলো বিশ্বাস করিস। কিন্তু আল্লাহকে তুই---------- আস্তাগফিরুল্লাহ।

শাহিনঃ- এগুলো অনুভব করা যায়। আল্লাহকে কিভাবে অনুভব করব, বল?

আব্দুল্লাহঃ- একটু চিন্তা করলেই আমরা আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রতিনিয়ত অনুভব করতে পারি। ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) এক সময় কোন এক নাস্তিকের সাথে বাহাযে বসার সময় দিয়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হতে দেরি করেন। তার দেরির কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেন- আমি আসার সময় এক আজব কান্ড দেখলাম, তা দেখতেই দেরি হল। কী কাজ দেখলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, দেখলাম, গভীর সমুদ্রে একটা জাহাজ দাঁড়ানো, একটি কাঠের নৌকা একাই জাহাজ থেকে মাল উঠিয়ে কিনারে এসে মাল নামিয়ে একাই গিয়ে আবার মাল নিয়ে আসছে। আর এভাবে নৌকাটি একাই কারো সাহায্য ছাড়াই সমস্ত মাল আনলোড করছে জাহাজ হতে। এ কথা শুনে তারা বলল, এটি কী করে সম্ভব? একটি নৌকা কারো সাহায্য ছাড়া এমনটি করতে পারে? ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) বললেন, যেভাবে একটি নৌকা জাহাজ হতে একা মাল উঠা-নামা করাতে পারে না, সেভাবেই এ মহা বিশ্ব একা পরিচালিত হতে পারে না। কেউ না কেউ এ বিশ্বকে পরিচালনা করছে। যিনি এ বিশ্ব পরিচালনা করেন তিনিই আল্লাহ। উটের গোবর দেখে আশেপাশেই উটের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। বাঘের পায়ের ছাপ দেখে বাঘের অস্তিত্বের কল্পনা করা যায়। এ সুন্দর পৃথিবীর সৌদর্য ও সৃষ্টির নমুনা দেখে সৃষ্টার অনুভব করা যায়। ইমাম শাফেঈ (রঃ)-কে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে বললে তিনি বলেন- তুত গাছের পাতা আল্লাহর অস্তিত্বের

প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। দেখুন তুত গাছের পাতার স্বাদ একটিই কিন্তু সে একই পাতা গরু খেলে গোবর হয়, রেশম পোকায় খেলে সুতা হয়, মৌমাছি খেলে মধু হয় ও হরিণে খেলে মিশকে আম্বর (কস্তুরি) হয়। যিনি একই গাছ থেকে চার ধরণের জিনিস বের করে আনেন তিনিই আল্লাহ। তাছাড়া আল্লাহ ছাড়া এ বিশ্বের সৃষ্টা ও পরিচালনার দাবি আজো কেউ করেনি। সৃষ্টির দাবিদার যেহেতু একমাত্র আল্লাহ, তাই বিনা বাক্যে তাকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। আমরা যদি মনের দরজা খুলে দিয়ে একটু ভাবি, আমাদের জীবনের সবচেয়ে জরুরি জিনিস অক্সিজেন, যা আমরা সার্বক্ষণিক শ্বাস এর সাথে নিয়ে থাকি, কে তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাপ্লাই দেয়? কে এ পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযুক্ত করে রেখেছেন? যখন বৃষ্টি, বরফ পড়া, ঝড়-তুফান, ভুমিকম্প, বন্যা কিংবা সুনামির মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে, তাকে কে আবার বন্ধ করে আমাদেরকে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেন? আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে আমাদের রিযিক এর ব্যবস্থা করেন কে? যিনি এ সকল কাজের আঞ্জাম দিয়ে থাকেন তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তিনিই সৃষ্টা, পরিচালক, রিযিক, হায়াত ও মউত এর একচ্ছত্র মালিক। কারণ তিনি ছাড়া এসব কাজ সম্পাদন করার দাবিদার আর কেউ নেই।

ঈমান

শাহিনঃ- দারুন তো, আমার মাথা কাফেরদের কথা ও তাদের কালচার দেখে দেখে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা আমাকে বলতো, মানুষ কিভাবে মুসলিম বা মুমিন হয়?

আব্দুল্লাহঃ- খুব সহজ, আল্লাহর প্রেরিত ওহীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তা মুখে উচ্চারণ করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমলে বাস্তবায়ন করার নাম ঈমান। ঈমানের রোকন ৬টি- ১। আল্লাহর প্রতি, ২। ফেরেশ্তাদের প্রতি, ৩। আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের প্রতি, ৪। রাসূলগণের প্রতি, ৫। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি ও ৬। ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা।

মহান আল্লাহর মারেফাত

১। আল্লাহর প্রতি ঈমানঃ- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। শোন, প্রথমে মহান আল্লাহর মারেফাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে।

শাহিনঃ আল্লাহর মারেফাত কী? মারেফাত কি কোন গোপন জ্ঞান বা ইল্ম?

আব্দুল্লাহঃ- মারেফাত হচ্ছে কোন বিষয় সম্পর্কে জানা, বুঝা, কোন কিছুকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করা বা অনুভব করা ইত্যাদি। আর আল্লাহর মারেফাত মানে আল্লাহকে জানা ও বুঝা। শরীয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, আল্লাহকে জানা, চেনা, ও বুঝা সেভাবে যেভাবে পবিত্র কুরআনে তিনি তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহর পরিচয় আল্লাহ সূরা ইখলাসে এভাবে দিয়েছেন-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

বল, তিনিই আল্লাহ একক। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষি নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং কেউ তার সমকক্ষ নয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তার পরিচয় যতটুকু ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন তার চাইতে বেশি জানার চেষ্টা করা উচিত নয়, তাতে মানুষ গোমরাহিতে নিপতিত হতে পারে। আল্লাহ বলেন- কোন জ্ঞান তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। (সূরা বাকারা ২৫৫ আয়াত, আয়াতুল কুরসী)।

আল্লাহকে কোন কিছুর সাদৃশ্য মনে করা উচিত নয়।

আল্লাহ বলেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

আল্লাহ বলেন, তিনি কোন কিছুর সাদৃশ্য নন, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা আস-শূরা ১১ আয়াত।

আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে জানা প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য জরুরি। আল্লাহ কোথায় এর উত্তরে আল্লাহ বলেন- الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ [٢٠:٥]

দয়াময় আল্লাহ সপ্তম আকাশে সমাসীন। (সূরা ত্বাহা ৫নং আয়াত)।

এছাড়াও আল্লাহ আকাশে থাকার আরো প্রমাণ হচ্ছে, সূরা মুমিনূন ১১৬, আল-ফুরকান ৫৯, আস-সাজদা ৪, আল-হাদিদ ৪, সূরা ইউনুস ৩, আর-রাদ ২, আল-আরাফ ৫৪ প্রভৃতি আয়াতেও আল্লাহ আকাশে অবস্থানের কথা বলেছেন। আল্লাহ আকাশে আছেন এটি বিশ্বাস করা ঈমানের দাবি। তিনি সেখানে কিভাবে আছেন, শুয়ে নাকি বসে বা অন্য কোনভাবে তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে, আমরা জানি না, তবে মানি আল্লাহ তার শানের সাথে যেভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেভাবেই আছেন।

শাহিনঃ- অনেকে দাবি করেন, আল্লাহ সব যায়গায় বিরাজমান। আবার কেউ বলে, আল্লাহ মুমিনের ক্বলবে অবস্থান করে, এর কি কোন সততা নেই?

আব্দুল্লাহঃ- এগুলো আসলে হিন্দুদের আক্বীদা। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু সুফি দরবেশ ধারণাকারী মুসলিম দাবিদার ভ্রান্ত লোকেরা এ দাবি করে থাকে। যা ধীরে ধীরে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে।

আল্লাহ বলেন-

إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তাদেরকে বলে দাও নিশ্চই আমি সন্নিকটবর্তী। কোন আহ্বান কারি যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহব্বানে সাড়া দেই। (সূরা বাকারা ১৮৬ আয়াত)।

এ আয়াতকে দলীল হিসেবে নিয়ে সুফীরা এ রকম বলে থাকে। রাসূল (সঃ), সাহাবী ও কোন ইমাম এ রকম ব্যাখ্যা করেননি। বরং রাসূল (সঃ) একজন দাসিকে প্রশ্ন করেন, আল্লাহ কোথায়? দাসি (উপরের দিকে শাহাদাত আংগুলি দিয়ে ঈশারা করে বলে- আল্লাহ সপ্তম আকাশের উপর। তখন রাসূল (সঃ) বলেন- এই মেয়েটি মুমিনা। (সহীহুল বুখারী)। তাছাড়া ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) বলেন- যে ব্যক্তি বলবে বা বিশ্বাস করবে আল্লাহ আকাশে নয়, সে ব্যক্তি ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে। (ফিকহুল আকবার)।

শাহিনঃ- নবী করিম (সঃ) তো আল্লাহর নূরের অংশ, আবার শিয়ারা আলী (রাঃ) আল্লাহর নুরের অংশ মনে করে আসলে কি সঠীক?

আব্দুল্লাহঃ- এগুলো আসলে সুফিদের ধারনা বা নিছক মনগড়া কথা। বরং সমস্ত সৃষ্টি জগত আল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা সৃষ্টির মধ্যে ভাল-মন্দ, পবিত্র-অপবিত্র, মাওয়াহিদ-মুসরিক ও মুমিন-কাফের সবই অন্তর্ভুক্ত। তাই সৃষ্টি জগতকে আল্লাহর ছায়া ও কোন মানুষকে আল্লাহর নূরের অংশ মনে করা গোমরাহি এবং বড় শির্ক।

আল্লাহ বলেন-

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ [٤٣:١٥]

তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহর অংশ স্থির করেছে। নিশ্চই এ ধরনের মানুষ প্রকাশ্যে কাফের। (সূরা যুখরুফ ১৫ নং আয়াত)

আল্লাহ আরো বলেন-

قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ [٥:١٥]

নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো এবং প্রকাশ্য গ্রন্থ এসেছে। (সূরা মায়েদা ১৫ আয়াত)।

এ আয়াত দ্বারা অনেকে রাসূলকে আল্লাহর নূর বলে প্রমাণ করতে চায়। অনেকে তো রাসূল (সঃ) কবরে জীবিত মনে করে।

আসলে রাসূল (সঃ) কবরে জীবিত, সে জীবনকে বারযাখ এর জিন্দেগী বলা হয়। কবরের জীবন কেমন এ ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ বিস্তারিত আমাদেরকে জানাননি, আর যা আল্লাহ আমাদের জানাননি, তা আমাদের জানার দরকার নেই। রাসূল (সঃ)-কে নূর মনে করা ভুল। কারণ এ আয়াতে আল্লাহ রাসূলের নাম উল্লেখ করেননি যে, তিনি নূর। এটা নিছক অপব্যাখ্যা মাত্র। আল্লাহ তাআলা তাওরাতকে নূর বলে অবহিত করেছেন। (মায়েদা ৪৪ আয়াত)। ইঞ্জিলকে নূর বলেছেন। (আল-আরাফ ১৫৭ তাগাবুন ৮)। এ আয়াতে কুরআনকে নূর বলেছেন। রাসূলের আনীত বিধানের বা হেদায়েতের আলো বা নূরের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর নূরের অংশ বুঝানো হয়নি, কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর অংশ মনে করা তো শির্ক।

তাওহীদ ও শির্ক

শাহিনঃ- আচ্ছা বহু আলেম বলেন শির্ক করলে নির্ঘাত জাহান্নামে যেতে হবে, কারণ শির্ককারীর কোন ইবাদত কবুল হয় না। আসলে শির্ক কী?

আব্দুল্লাহঃ- ঈমানের ৬টি রোকনের পথম রোকন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। মহান আল্লাহকে সত্তায়, অধিকারে ও গুণে এক বলে জানার নামই তাওহীদ। যাকে আরবিতে তাওহীদে রুবুবিয়াত (সত্তা), উলুহিয়াত (আধিকার) ও আসমাউস সিফাত (গুণে) বলা হয়। দলীল- সূরা মারিয়াম এর ৬৫ আয়াত। এর সামান্য বিপরিত বিশ্বাস রাখাকেই শির্ক বলে।

১। তাওহীদে রুবুবিয়াত (সত্তায় তাওহীদ)- এ সমগ্র মহা বিশ্বকে আল্লাহ কারো সাহায্য ব্যতীত একাই সৃষ্টি করেছেন এবং কারো সাহায্য ছাড়াই একাই পরিচালনা করেন- এই বিশ্বাস স্থাপন করাকে তাওহীদে রুবুবিয়েত বলে।

আল্লাহ বলেন-

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ [٦:١٠٢]

তিনিই আল্লাহ তোমাদের রব, সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তারই ইবাদত কর এবং তিনিই সব কিছু পরিচালনা করেন। (সূরা আল-আনাম ১০২ আয়াত)। যেমনঃ- হায়াত-মউত, রিজিক-দৌলত, কাউকে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম দেয়া, বিপদ হতে উদ্ধার, কাউকে সন্তান দেয়া বা না দেয়া, মৃতকে জীবিত করা, মসিবতে রক্ষা করা ইত্যাদি সকল কাজ আল্লাহ কারো সাহায্য ছাড়া একাই সম্পাদন করেন। এ জাতীয় কোন কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে এমন বিশ্বাস রাখাকেই তাওহীদে রুবুবিয়াতে বা সত্তায় শির্ক বলে। যেমনঃ- কোন গাউস কিংবা কুতুব বা অলি-আউলিয়া দূর থেকে কাউকে দেখে কিংবা না দেখে সাহায্য করতে পারে এমন বিশ্বাস করা।

২। তাওহীদে উলুহিয়াত (অধিকারে তাওহীদ)- মানুষ ও জিনদের সকল ইবাদত শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করাকেই তাওহীদে উলুহিয়াত বলে।

দলীল-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [٥١:٥٦]

আমি জিন ও মানুষকে (শুধুমাত্র) আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা আল-জারিয়াতের ৫৬ আয়াত)।

ইবাদতের কোন ছোট অংশও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য খালেস করবে না। যেমন কোন ব্যক্তি মসজিদে নামাযে থাকা অবস্থায় অপর কেউ মসজিদে আসলে তাকে দেখে নামাযকে আরো সুন্দর করে

পড়ার চেষ্টা করেন। এ সোন্দর্য অন্যের জন্য করলেও শির্ক হয়ে যায়। তাওহীদে উলুহিয়াতের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শির্ক হয়ে থাকে, যেমন- কবর বা মাঝারে কুরবানি কিংবা টাকা পয়সা দান করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা, কারো কাছে বড় সাহায্য চাওয়া, আল্লাহ ব্যতীত কেউ সন্তান দিতে পারে এমন বিশ্বাস রাখা, (কোন পীর কিংবা বুযুর্গের কাছে বাচ্চা চাইলে বাচ্চা হবে এমন বিশ্বাস রাখা), মসজিদে বা মাদ্রাসায় দান করে তার উপর নিজের নাম লিখে দেয়া ইত্যাদি।

৩।–তাওহীদে আসমাউস সিফাত (গুণে তাওহীদ):- ইলাহ শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লাহর যে সমস্ত নাম ও গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোকে কোন ধরনের পরিবর্তন না করে কুরআন ও হাদীসে যেভাবে এসেছে সেভাবেই বিশ্বাস করাকে তাওহীদে আসমাউস সিফাত বলে। যেমন- আল্লাহ আরশের অপরে আছেন (ত্বা-হা ৫), আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন (ত্বা-হা ১৪), আদম (আঃ)-কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন (সূরা স্বাদ ৭৫), সব কিছু ধংস হবে আল্লাহর চেহারা ছাড়া, (আর-রাহমান ২৬-২৭) এবং যেগুলো হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে সেভাবেই মেনে নেয়া, যেমন- আল্লাহ শেষ রাতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন, আরশ আল্লাহর পা রাখার জায়গা ইত্যাদি (মুসলিম)।

শাহিনঃ- তাওহীদ গ্রহণে কী লাভ? আর না গ্রহণ করলে ক্ষতি কী?

আব্দুল্লাহঃ- আল্লাহর ঘোষণা-

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ [٦:٨٢]

যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় ঈমানকে শির্কের সাথে মিশ্রিত করে না তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। (সূরা আনআম ৮২ আয়াত)।

প্রিয় নবী (সঃ) বলেন- উক্ত আয়াতের যুলম শব্দ দ্বারা শির্ক বুঝিয়েছেন। তিনি আরো বলেন- বান্দা আল্লাহর সাথে শির্ক না করলে তাকে আল্লাহর আযাব না দেয়া আল্লাহর প্রতি বান্দার হক্ব। (বুখারী ও মুসলিম)। এখান থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, নিখাদ তাওহীদের স্বীকারোক্তি জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তি লাভ এবং দুনিয়ার নিরাপত্তার একমাত্র মাধ্যম। এর বিপরীত শির্ক-এর পরিণাম নিশ্চিত জাহান্নাম। তিনটি প্রকারের মধ্যেই শির্ক দু ধরনের হতে পারে- ১। শির্কে আকবার (বড়) ও ২ শির্কে আসগার (ছোট)।

যদি কেউ শির্কে আকবার সম্পাদন করে, তাহলে সে মুসলিম থেকে বের হয়ে যায় অর্থাৎ সে কাফের হয়ে যায়। তার সমস্ত আমল বাতিল বলে গণ্য হবে।

وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফুরি করে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে। আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা মায়েদা ৫ আয়াত)।

পক্ষান্তরে কেউ ছোট শির্ক করলে কাফের হয় না বটে, সে কবিরা গুনায় নিপতিত হয়। তাওবা না করে মারা গেলে তাকে নিশ্চিত আযাব ভোগ করতে হবে।

২। ফেরেশ্তাদের প্রতি ঈমানঃ- ফেরেশ্তা হচ্ছে অদৃশ্য নূরানী জগতের নাম। আল্লাহ ছাড়া কেউ এর প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত নন। তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দেন তারা তার সামান্য অমান্য করে না। অনেক হেকমত জ্ঞানপূর্ণ রহস্যের লক্ষে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে তাদের বর্ণনা সম্পর্কে যতটুকু আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন ঠিক ততটুকু বিশ্বাস করার নামই ফেরেশ্তাদের প্রতি ঈমান। ইহুদীগণ ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন, আমীন।

৩। কিতাবের প্রতি ঈমান- দুনিয়া ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনে জন্য করণীয় সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষে মহান আল্লাহর নির্দেশাবলিসহ যে-সমস্ত কিতাব তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, সে-সমস্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে কিতাবের প্রতি ঈমান বলে। সে কিতাবগুলোর কোন কথা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক। কিতাবগুলোর কিছু হচ্ছে- তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনসহ নাম না জানা আরো বহু কিতাব।

৪। রাসূলদের প্রতি ঈমান- যুগে যুগে আল্লাহ মানুষের হেদায়েতের জন্য কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন, যাদের কাজই ছিল মানুষদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করণীয় শিক্ষা দেয়া। তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকেই রাসূলের প্রতি ঈমান বলা হয়। উল্লেখ যে, রাসূলদের মধ্যে সর্ব প্রথম রাসূল নূহ (আঃ), অতঃপর ইব্রাহীম, দাউদ, সুলায়মান, ঈসা, মূসা ও আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)-সহ আরো বহু নবী-রাসূলগণ। রাসূলগণের সকলেই হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত দূত ও বান্দা। নবী রাসূলগণও আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, আর আমাদের প্রতি হয় না। তারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

আল্লাহ বলেন-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ

(হে নবী) আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। (সূরা কাহফ ১১০ আয়াত)। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সঃ)-কেই আমাদের আদর্শ মানতে হবে।

আল্লাহ বলেন-

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

রাসূলের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব ২১ আয়াত)

আল্লাহ আরো বলেন–

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

রাসূল যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা হতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। (সূরা হাশর ৭ আয়াত)।

৫। আখেরাতের প্রতি ঈমান- মানুষের মৃত্যুর পর কবরে, কিয়ামতে, হাশর, মিযান ও পুলসিরাতে দুনিয়ায় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। এ হিসাবের প্রতিফলস্বরূপ জান্নাত কিংবা জাহান্নাম নির্ধারণ করা হবে। জান্নাতীরা একস ময় আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

৬। ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাসঃ- প্রতিটি মানুষের হায়াত-মউত, ধন-দৌলত, ভাল-মন্দ সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, এ বিশ্বাস স্থাপন করাকেই ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস বলা হয়।

ইসলাম

শাহিনঃ- একজন মানুষ ঈমান আনল, শির্ক করল না, তাহলেই কি সে জান্নাতী? নাকি আরো কিছু করার প্রয়োজন আছে?

আব্দুল্লাহঃ- ঈমান আনয়নের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করা হয়। এরপর করণীয় কাজ হচ্ছে ইসলামী নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, এর আরকান (ভিত্তি বা স্তম্ভ) পাঁচটিঃ- ১। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর প্রেরিত রাসূল ও বান্দা- এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, ২। নামায কায়েম করা, ৩। যাকাত প্রদান করা, ৪। রমযানে রোযা রাখা এবং ৫। হজ্ব পালন করা। (বুখারী ও মুসলিম)।

ইবাদত

শাহিনঃ- ইবাদত কি শুধুই নামায, রোযা, হজ্ব যাকাত ইত্যাদির মধ্যেই সীমিত?

আব্দুল্লাহঃ- আসলে ইবাদত হচ্ছে এমন ঐ সমস্ত বিশ্বাস, কথা ও কাজ যা করলে আল্লাহ খুশি হন। কী করলে আল্লাহ খুশি হন তা তিনি তাঁর রাসূল (সঃ)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে খুশি করার জন্য এমন কোন কিছুই ভাবা, বলা ও করা যাবে না যা রাসূল (সঃ)-এর কথা কাজ ও সমর্থন দ্বারা প্রমাণিত নয়। যদি কোন পীর, বুযুর্গ, অলি-আউলিয়ার কথায় নতুন করে কোন ইবাদত বানানো হয়, তাহলে একদিন মূল ইসলাম কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত ইবাদত হারিয়ে মানুষের মনগড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই তো মহান আল্লাহ দ্বীন পরিপূর্ণ করে দেয়ার কথা বলেছেন-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াত)।

রাসূল (সঃ) বলেন- যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যা আমাদের (রাসূল ও সাহাবীদের আদর্শের) মধ্যে নেই তা বাতিল। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত)।

ইবাদতের রোকন তিনটিঃ- আশা, ভয় ও ভালাবাসা। এ তিনটি ইবাদতের মূল। কোন কোন ওলামার মতে আল্লাহকে ভয় ও আশা ব্যতীত শুধু আল্লাহকে ভালবেসে যে ইবাদত করে সে ব্যক্তি জিন্দিক (প্রকাশে ইসলামের দাবি করে বটে কিন্তু ভিতরগতভাবে কাফের)। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু তাকে ভালবাসে না ও তার রহমতের আশা করে না সে ব্যক্তি হারূরি(হারূরী বলতে খারেজিকে বুঝায়)। আর যে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করে সে মুর্যিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে আশা, ভয় ও ভালবাসা-সহকারে ইবাদত করতে হবে।

ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে- যে কোন ইবাদতের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে যদি এ দুটি শর্তের বাস্তবায়ন না করা হয়, তাহলে সে ইবাদতটি বাতিল বলে গণ্য হবে। আর তা হচ্ছে ইখলাস ও ইত্তেবায়ে রাসূল। অর্থাৎ ইবাদতটি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং রাসূল (সঃ)-এর শিখানো পদ্ধতিতে করতে হবে। যত ভাল কাজই হোক না কেন তা যদি ইবাদত মনে করে করা হয়, তা হলে সেটি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। নচেৎ তা বিদআত বলে গণ্য হবে ইসলামী বিধানে।

শাহিনঃ- বিদআত কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী?

আব্দুল্লাহঃ- বিদআত, শব্দের অর্থ নতুন। শরিয়তের পরিভাষায় বিদআত হচ্ছে এমন ঐ সমস্ত ইবাদত যা ইসলামে নেই, নতুন আবিস্কার করে ইসলামের মধ্যে চালু করে দেয়া হয় তাই বিদআত। অথবা বিদআত হচ্ছে এমন ঐ কথা, কাজ বা বিশ্বাস যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়মিত করা হয়, কিন্তু তা কুরআন কিংবা সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়, তাকেই বিদআত বলে। যেমন- নামাযে গুনগুনিয়ে নিয়ত পড়া, নামাযের পর ঐক্যবদ্ধ্যভাবে মোনাযাত, শবে বরাত, ঈদে মীলাদুন্নবী পালন ইত্যাদি। যে কাজগুলো দুনিয়াবী প্রয়োজন মিটানোর জন্য করা হয় যেমন- গাড়ি, বাড়ি, ঘড়ি, শাড়ি, বিমান, লঞ্চ, ষ্টিমার, দাও, কাচি, বটি ইত্যাদি তৈরি করা কিংবা ব্যবহার করা বিদআত নয়, কারণ এগুলো দুনিয়ার চাহিদা মিটানোর জন্য করা হয়। বিদআতে সায়্যেয়া ও বিদআতে হাসানা বলে যে দু ভাগে ভাগ করা আমাদের সমাজে চালু আছে এর কোন প্রমাণ নেই। তবে বিদআতের প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ করে বিদআতকে দু ভাগে করা হয়। বিদআতে মুকাফ্ফারা ও গায়রে মুকাফ্ফারা।

(ক) বিদআতে মুকাফ্ফারাঃ- এমন ঐ সমস্ত কাজ কথা বা বিশ্বাস যা করলে মানুষ সর্বসম্মতিক্রমে ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যায়, যেমন- সর্ববাদিসম্মত কোন দ্বীনি অনুশাসনকে অস্বীকার করা, কোন ফরজ

কর্মকে অস্বীকার করা কিংবা ফরজ নয় এমন কিছুকে ফরজ মনে করা, কবর স্থানকে মাযারে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি।

(খ) বিদআতে গায়রে মুকাফ্ফারাঃ- এমন ঐ সমস্ত কাজ, কথা কিংবা বিশ্বাস যা করলে মানুষ ইসলাম থেকে খারিজ হয় না, কিন্তু গুনাহ করার পাশাপাশি সে ঐ গুনাহ থেকে তাওবা করার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। কারণ বিদআতে নিমজ্জিত ব্যক্তি ঐ গুনাহর কাজকে ভাল কিংবা সওয়াব মনে করে করে থাকে। তাই সে তাওবা করার প্রয়োজন মনে করে না। মৃত্যুর সময় ঐ ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই মারা যায়, যদিও অন্য সব গোনাহকারী গোনাহ করলেও সে আল্লাহকে ভয় করে ও কোন এক সময় তাওবা করে। যেমন কোন মদ, সিগারেট পানকারি অথবা যিনাকারীকে যদি বলা হয় আপনি ভুল করছেন, সে এ কথার প্রতিবাদ করে না। কিন্তু যদি পান-জর্দা খোরকে বলা হয়, আপনি ভুল করছেন, তখন সে রেগে যায় আর বলে, আলেমগণ জর্দা খায় তারা কি কম বুঝে? তাই কোন বিদআতিকে বিদআতের ভুল ধরিয়ে দিতে গেলে সে তার প্রতিবাদ করে ও এই দাবি করে যে, সে সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। তাই সে তাওবা করার প্রয়োজন মনে করে না।

শাহিনঃ- আমরা আমদের বাপদাদাদের কাছে থেকে যা শুনেছি এবং শিখেছি তা কি ভুল? আর এত বড় বড় পীর, বুযুর্গ আলেম ওলামারা ওয়াজ করে আমাদেরকে যা বুঝায় তারা কি ইসলাম কম বুঝে?

আব্দুল্লাহঃ- এ প্রশ্নের উত্তর বুঝানো সহজ হলেও বুঝা কঠিন। পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষের বাবা-মা কাফের, কারণ তারা বিধর্মী। এখন যদি আমি প্রশ্ন করি, যাদের বাবা-মা কাফের তারা যদি তাদের বাবা-মার ধর্ম পালন করে তাহলে কি তারা আখেরাতে মুক্তি পাবে? উত্তর দিবি, না। কারণ তারা ইসলাম মানে না। আলেম-ওলামা, পীর-বুযুর্গ অন্য ধর্মের মতই তাদের মতবাদকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে চায়, তাহলে তারা ভুল্ করছে না? উত্তর হবে, হাঁ। ঠিক এভাবেই আমাদের ধর্মের বেশিরভাগ আলেম ধর্মকেই তাদের রুযি-রোযগারের হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে। যার কারণে তারা ধর্মের সঠিক কথাগুলো বলতে পারছে না। কারণ সঠিক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলে যেমনি করে রাজনীতিবিদগণ মানুষকে আর শোষণ করতে পারেবে না, তেমনি করে ধর্ম ব্যবসায়ীগণ ধর্মকে মাধ্যম বানিয়ে আর টাকা রোযগার করতে পারবে না। তাই তারা চায় না সঠিক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হোক। এছাড়াও আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ [২:১৭০]

আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর। তখন তারা বলে (না না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও ছিল না। (সূরা বাকারা ১৭০ আয়াত)।

তাছাড়া মা-বাবা কিংবা পূর্ব পুরুষ দলীল নয়। ইসলামের দলীল হচ্ছে কুরআন ও সহীহ হাদীস। রাসূল (সঃ) বলেন- আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তা যদি তোমরা শক্তভাবে ধারণ কর, তবে তোমরা কোনদিন পথভ্রষ্ট হবে না, (১) আল্লাহর কিতাব ও (২) আমার সুন্নাহ (তথা সহীহ হাদীস)। (মুওয়াত্তা মালিক)।

আল্লাহর রাসূল (সঃ) আরো বলেন- তোমাদের মধ্যে যারা আমার বিদায়ের পর জীবিত থাকবে, তারা অনেক রকম মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার এবং সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো, তা দন্তদ্বারা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে এবং দ্বীনে নবরচিত কর্মসমূহ হতে সাবধান। প্রত্যেক বিদআতই হলো ভ্রষ্টতা। (আবূ দাউদ ৪৪৪৩, তিরমিযী ২৮১৫ ও ইবনে মাজাহ ৪২ নং হাদীস)। অতএব আমাদেরকে কুরআন ও হাদীস বুঝে পড়তে হবে এবং তা পালন করতে হবে।

শাহিনঃ- তোরাই শুধু সহীহ হাদীস বলিস, হাদীস আবার ভুল হয় নাকি? সব হাদীসই তো সহীহ, তাই নয় কি?

আব্দুল্লাহঃ- কোন সন্দেহ নেই রাসূল (সঃ)-এর সকল কথাই সহীহ। রাসূল (সঃ) বলেননি কিন্তু তার নামে হাদীস বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে এমন মিথ্যা কথাকেই জাল হাদীস বলে। পৃথিবীতে যতগুলো হাদীসের কিতাব আছে তার চেয়ে বেশি আছে মিথ্যা হাদীসের কিতাব। এখন বল, রাসূলের নামে চালিয়ে দেয়া মিথ্যা কথা কি আমাদের মানতে হবে? এজন্যই হাদীস যাচাই করতে হবে আসলে সেটা হাদীস কিনা, অর্থাৎ রাসূলের কথা কিনা?

শাহিনঃ- একজন মানুষ ঈমান আনার পর কিভাবে তার ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়? অর্থাৎ মুসলিম কখন কাফের হয়?

আব্দুল্লাহঃ- কেউ যদি ঈমান আনার পর বড় শির্ক, বড় কুফুরি অথবা নেফাক (অন্তরের মুনাফেক) করে তাহলে তার ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়, অর্থাৎ সে কাফের হয়ে যায়। ইসলাম ও ঈমান ভংঙ্গকারী কয়েকটি ধ্বংসাত্মক বিষয় হচ্ছে নিম্নরূপ-

১। রুবূবিয়াত, উলুহিয়াত ও আসমাউস সিফাত এর যে কোন একটি ক্ষেত্রে (বড়) শির্ক করা।

২। আল্লাহ অথবা ইসলাম ধর্মকে অস্বীকার করা।

৩। ইসলামী বিধানকে তুচ্ছ মনে করে অন্য বিধান (তাগুতী)-কে ভাল মনে করে মেনে নেয়া।

৪। ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা।

৫। ইসলামের কোন আমল করতে বোঝা মনে করা।

৬। নিজেকে ইসলামী শরিয়তের বাইরে মনে করা (যেমন বহু পীরেরা মনে করে)।

৭। জিন বশ করে আছর করানো, যাদু বা বান মারা, তাবিজ, দাগা, সুতা বালা, পাথর ইত্যাদি মানুষের রোগ ভাল বা যে কোন ভাল-মন্দ করতে পারে এমন বিশ্বাস রাখা।

৮। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করা কিংবা তাদেরকে সমর্থন করা।

৯। গায়েব জানা বা দেখার দাবি করা। যেমন কেউ বাড়িতে বসে কাবা দেখার দাবি করে থাকে এবং কেউ বা কোন জিনিস হারিয়ে গেলে তদবিরের মাধ্যমে তা কোথায় আছে বা সে তা জানে এমন দাবি করা।

১০। ইসলামের কোন বিষয়ের বিপক্ষে তর্ক করে বিদ্বেষ প্রকাশ করা ও তর্কে জেতার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া।

এ সমস্ত কাজের যে কোন একটি কাজ করলে যে কোন মুসলিম কাফের হয়ে যাবে।

শাহিনঃ- শিয়া কাদেরকে বলা হয়? শিয়া ও সুন্নির মধ্যে পার্থক্য কী?

আব্দুল্লাহঃ- ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমান (রাঃ) এর শাসন আমলে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাহ নামক একজন ইহুদি মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে তাদের একতার শক্তিকে ধ্বংস করার প্রত্যয় নিয়ে ইসলামী লেবাসে আবৃত হয়ে তৎকালিন মুসলমানদের মাঝে চক্রান্তের বীজ বপন করেন। সেই বীজ ধিরে ধিরে গাছে রূপান্তরিত হয়ে পরবর্তীতে শিয়া মাযহাবে রূপান্তরিত হয়, যা আজো ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে পুরোপুরি আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। (আল্লাহ তাদের প্রতি লানত বর্ষণ করুন- আমিন)। বর্তমান বিশ্বে শিয়াদের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে ইরান। এ ছাড়াও ইরাকের কিছু এলাকায়, সিরিয়ার বাসার আল-আসাদের দল, লেবাননের হিজবুল্লাহ ও ইয়েমেনের হুজি সম্প্রদায় শিয়া আক্বীদায় বিশ্বাস করে। তাদের কিছু ভ্রান্ত আক্বীদা নিচে তুলে দেয়া হল। সেই সাথে বহু সুন্নি মুসলিমদের মাঝেও শিয়া আক্বীদা ঢুকে গেছে তার প্রমাণ তুলে ধরা হল।

১। শিয়ারা আলী (রাঃ)-কে আল্লাহর অংশ মনে করে, কেউ কেউ আল্লাহই মনে করে। (পক্ষান্তরে সুন্নিদের মধ্যেও কেউ কেউ মনে করেন- রাসূল হচ্ছে আল্লাহর নূরের অংশ। সৃষ্টির কোন কিছুকে বা কাউকে আল্লাহর অংশ মনে করা (এটি শির্কি আক্বীদা)।

২। শিয়ারা ১২ ইমামে বিশ্বাস করেন এবং তাদেরকে নিঃষ্পাপ মনে করে। তারা ভুলের ঊর্ধ্বে, নিজে ইচ্ছা ছাড়া মৃত্যু বরণ করে না। (সুন্নিদের অনেকেই চার ইমামে বিশ্বাস করে)।

৩। তারা পবিত্র কুরআনকে অপূর্ণ মনে করে। মূল কুরআনকে ৯০ পারা অর্থাৎ ১৭০০০+ আয়াত যা কেবল আলী (রাঃ) বাদে বাকি ইমামগণই জানে না বলে মনে করে। (এটি সুন্নি দাবিদার তথাকথিত মারেফত ওয়ালাদের আক্বীদায় রয়েছে)।

৪। শিয়ারা সাহাবীদের মধ্যে ইবনুল আসওয়াদ, সালমান ফারসী ও আবূ জার গিফারী (রাঃ) ব্যতীত সকল সাহাবা (রাঃ)-কে কাফের মনে করে।

৫। শিয়াদের মতে হোসাইন (রাঃ)-এর কবরের মাটি সকল রোগের চিকিৎসা। (শায়খুল মুফীদ এর আল-মাযার)।

৬। তারা আহলুস সুন্নাহদেরকে হত্যা করে তাদের সম্পদ লুট করা পুণ্যের কাজ মনে করে। (আল-বুরহান নামক তাফসীর)।

৭। শিয়াদের আক্বীদা- যখন কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তখন শয়তান তার দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়। যদি জানতে পারে, সে শিয়াদের সন্তান, তাহলে শয়তান চলে যায়, আর যদি সুন্নিদের সন্তান হয়, তবে ছেলে হলে পায়খানার রাস্তায় ও মেয়ে হলে প্রস্রাবের রাস্তায় খোঁচা দেয়, যার কারণে বাচ্চারা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর চিৎকার করে উঠে। (আল-বুরহান নামক তাফসীর)।

৮। তাদের নিকট কারবালা মর্যাদা বায়তুল্লাহ তথা কাবা ঘর থেকে অনেক উত্তম। তারা আরো বিশ্বাস করে- আল্লাহ কাবার প্রতি এমর্মে ওহী করেন যে- যদি কারবালার মাটি না হত তাহলে তোমার (কাবার) কোন ফযীলত দিতাম না। হোসাইন (রাঃ) যদি কারবালার মাটি স্পর্শ না করত তাহলে তোমাকে (কাবা) সৃষ্টি করতাম না।(বিহারুল আনওয়ার)।

৯। তাদের দাবি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতেরর লোকেরা কাফের।

১০। তারা মদিনা জয় করে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর লাশ উঠিয়ে তার উপর হদ কায়েম করবে অর্থাৎ পাথর মারবে এবং আবূ বকর, ওমরা ও ওসমান (রাঃ)-এর লাশ উঠিয়ে মদিনা থেকে বাইরে ফেলে দেবে।

এছাড়াও আরো বহু এমন আক্বীদা রয়েছে যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

দ্বিতীয় অংশ

আব্দুল্লাহঃ- আচ্ছা শাহিন, তুই আগে তো মাঝে-মধ্যে নামায পড়তি, যেমন- ঈদ, জুমুআহ ও অন্যান্য নামাযও মাঝে-মধ্যে পড়তি, তারপর কী কারণে ইসলাম বিমুখ হয়ে গেলি? ইউরোপ গিয়ে ধর্মই মানতে চাস না কেন?

শাহিনঃ- তুই ঠিকই বলেছিস। আগে আমি ধর্মের প্রতি বিশ্বাস করতাম বা মানতাম কিন্তু আমাদের দেশীয় কিছু আলেমদের মন্দ কৃতকর্ম ও তাদের দেয়া ফাতওয়া আমাকে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদী-খৃস্টানদের ভাল আচরণ আমাকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে। আর আমি ধীরে ধীরে তাদের প্রতি দুর্বল হতে থাকি। তাদের কালচার আমার মনে স্থান করে নেয়। যার ফলশ্রুতিতে আমি অনেকটাই ইসলামকে অস্বীকার করে ফেলি। যাক আল্লাহ আবার তোর সাথে সাক্ষাত করিয়ে আমার ঘুমন্ত ঈমানকে জাগিয়ে দিয়েছেন। তাই আমি চিন্তা করেছি। আবার আমার জীবনকে নতুন করে ইসলামী রঙে রঙিন করে তুলতে চাই। আমি ইচ্ছা করেছি, সিলেটে গিয়ে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাঝার যিয়ারত করে তার দোয়া নিয়ে নতুন জীবন শুরু করব, ইনশা আল্লাহ।

আব্দুল্লাহঃ- আসলে আমরা বাঙালী মুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে এতই অজ্ঞ যে, কখন বা কোথায় আল-হামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, মাশা আল্লাহ ও ইনশা আল্লাহ বলতে হবে তাও জানি না। তুই এখন বললি, শাহজালাল-এর কবরে দোয়া চাইতে যাবি, ইনশা আল্লাহ। এটি ভুল, কারণ যে কোন মৃত ব্যক্তি, জীবিত লোকের মুখাপেক্ষি। পক্ষান্তরে জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির মুখাপেক্ষি নয়। জীবিতরা মৃতদের জন্য দোয়া করবে। মৃতরা করতে পারে না। কারণ তাদের দোয়া করার ক্ষমতা নেই। রাসূল (সঃ) বলেন: মানুষের মৃত্যুর পর তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি কাজ ছাড়া- (ক) নেক সন্তানের কৃত সৎ-আমল, (খ) সাদকায়ে জারিয়া ও (গ) উপকারি ইল্‌ম। (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩, ইল্‌ম অধ্যায় ২)

আমি তোর কাছে জানতে চাই, হুজুরদের যে সমস্ত কার্যকলাপ তোকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে তার দু চারটা উদাহরণ।

শাহিনঃ- শোন তাহলে। আমাদের গ্রামের একজন লোক যার নাম কাজম আলী। সে মারা যাওয়ার পর তার দাফন সম্পন্ন করার পর হুজুরেরা সেদিনই তার সন্তানদের কাছে এসে জানতে চায়, তাদের বাবা মৃত্যুর পূর্বে নামায পড়তে পারেননি এমন অবস্থায় কতদিন বিছানায় ছিল? মরহুমের সন্তানেরা বলে তিন মাস দশ দিন। এরপর সেই হুজুরেরা তিন মাস দশ দিনে মোট একশত দিনের প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত করে মোট পাঁচশত ওয়াক্ত নামাযের কাফ্‌ফারা বাবদ (৫০০×১০=৫০০০) পাঁচ হাজার টাকা দাবি করে। মূলত মৃতের পরিবার পাঁচ হাজার টাকা দেয়ার সমর্থ না রাখায় গ্রামের মুরুব্বিদের অনুরোধে দু হাজার টাকায় শেষ পর্যন্ত দফা রফা হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, নামায আল্লাহর হক্ব, আর টাকা নিচ্ছে হুজুরেরা, এটা

ইসলামের কেমন বিধান? শুধু কি তাই? এর চাইতেও মারাত্মক আরো বহু বিষয় আছে ইসলামের মধ্যে, যা আমি পছন্দ করি না।

যেমন- আমার এক আত্মীয় যার নাম হায়দার সাহেব তার স্ত্রীর সাথে রাগারাগি করে বউকে একসাথে তিন তালাক্ব দিয়ে দেয়। যখন তার রাগ ঠান্ডা হয়, তখন সে তার ভুল বুঝে আফসোস করতে থাকে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা আর তাদের স্বামী-স্ত্রীর সাথে দেখা করতে কিংবা কথা বলতে দেয় না। কোন কুল কিনারা না পেয়ে সে মসজিদের ইমাম সাহেবের শরণাপন্ন হয়। ইমাম সাহেবের কাছে সব কথা খুলে বলে এজন্য যে, উনি এর একটা সহজ ব্যবস্থা করে দিবেন যাতে করে তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে তাদের কষ্টের সাজানো সংসার আবার সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং তার চারটি সন্তানও বাবা-মার সাথেই থাকতে পারে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হুজুর বলেন, আপনার স্ত্রীকে আপনার জন্য জায়েয করতে হলে হালালা করতে হবে। তখন হায়দার সাব জানতে চান হালালা কী? উত্তরে হুজুর বলেন- আপনার স্ত্রীকে আবার অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে হবে। প্রথমে এ কথা শুনে হায়দার সাব রেগে গেলেও পরে জানতে চান বিয়ের ধরন কি রকম হবে?

হুজুরঃ- যে কোন মানুষের কাছেই বিয়ে দিতে পারেন কমপক্ষে এক রাতের জন্য, একটু বেশি হলে ভাল হয়, যেমন ধরেন পাঁচ হতে দশ দিন। এমন একজন মানুষের কাছে বিয়া দেয়া দরকার যিনি হবেন বিশ্বাসী। তিনি কিছু দিন রেখে আবার ত্বালাক দিবেন। এমন যেন না হয়, বিয়ে করে একবারেই রেখে দেয়।

হায়দারঃ- দেখেন বেশি জানাজানি হলে মান সম্মানের ব্যাপার, মানুষ হাসা হাসি করবে। তাছাড়া গ্রামের কোন মানুষের কাছে বিয়ে দিলে সে আর ত্বালাক নাও তো দিতে পারে। তাই আমি বলছিলাম কি, যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনিই আমার এ উপকারটুকু করে দেন। আপনি তো দূরের মানুষ, আপনার পরিবার জানতেও পারবে না। আমার উপকার হবে, আপনি আমার প্রতি দয়া করে এ কাজটির সমাধান করে দিন, আমি আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

হুজুরঃ- হে হে ওম আ, আমি কী যে করি। আপনি আমাকে বিপদে ফেলে দিলেন। নাও করতে পারছি না----- এত করে যখন বলছেন, ঠিক আছে আমি করে দেব। কিন্তু সকল খরচপাতি আপনাকেই বহন করতে হবে। মানে বিয়ের খরচ, আবার ত্বালাক দেয়ার পরের তিন মাস তের দিনের খরচ আপনাকেই দিতে হবে। আপনি সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাই আর কি, আপনার কথা ফেলে দিতে পারলাম না।

হায়দরঃ- জ্বি আমি সব বহন করব। আপনাকে এ ব্যাপারে কোন চিন্তা করতে হবে না।

শাহিনঃ- আর এভাবেই হালালার নাম করে পরের বউ নিয়ে রাত্রি যাপন করেন কতিপয় হুজুরেরা। কী নির্মম ইসলামী আইন। একজন লোক পরের বউ এর সাথে আনন্দ করছে, তার স্বামী বাইরে দাঁড়িয়ে

পাহারা দিচ্ছেন। তাদের আনন্দের খরচাপাতিও স্বামীকেই বহন করতে হচ্ছে। এমন ইসলাম আল্লাহর ধর্ম হতে পারে না। এ সমস্ত বিষয়গুলো দেখেই মূলত আমি ধীরে ধীরে ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে থাকি।

আব্দুল্লাহঃ- (ভারাক্রান্ত হৃদয়ে) আস্তাগফিরুল্লাহ। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। আসলে আমরা ইসলাম না জেনে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের দায়িত্ব হুজুরদের উপর দিয়ে রেখেছি। তারা যা বলে তাকেই আমরা ইসলাম মনে করি। এটি ইসলামের দোষ নয়, আমাদের দোষ, অথচ আল্লাহ কুরআনে বলেন-

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا [٤٧:٢٤]

তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? নাকি তাদের হৃদয়ে তালা লাগানো আছে? (সূরা মুহাম্মদ ২৪ আয়াত)।

আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন- আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন তোমাদের কেউ গোমরা করতে পারবে না। (১) কুরআন ও (২) আমার সুন্নাহ তথা সহীহ হাদীস। মূল কথা হচ্ছে আজকের মুসলমানেরা কুরআন ও হাদীস পড়ার এবং বোঝার দায়িত্ব হুজুরদের উপর দিয়ে রেখেছি, তাই আমাদের এ অবস্থা। বিয়ের নামে হালালা ও নামাযের কাফ্ফারার সাথে ইসলামের সামান্যতম সম্পর্কও নেই। আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন- হালালকারী ও করানেওয়ালা দুজনের উপরই আল্লাহর লানত। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)।

আসলে ইসলামের নামে এসব কাজের সূচনা হয়- ভারত উপমহাদেশ যখন ইংরেজরা দখল করে তখন। সেসময়ন বৃটিস মন্ত্রিসভা জানতে চান, ভারতে আমাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় কী? তৎকালিন গোয়েন্দারা গবেষণার ভিত্তিতে বলেন- ভারত উপমাহাদেশে বৃটিস রাজত্ব কায়েম রাখার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় মুসলমানরা। কারণ তাদের হাত থেকেই ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়েছে, আর মুসলমানরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো শাসন মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। সেই থেকে বৃটিস মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, মুসলিমদেরকে ইসলামী জ্ঞান থেকে দূরে রেখে শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে পারলেই তারা একটি দুর্বল জাতিতে পরিণত হয়ে নামেমাত্র মুসলিম থাকবে এবং কিছু পীর পুরোহীতদেরকে দিয়ে তাদেরকে ইসলামের মূল বিষয় তাওহীদ থেকে দূরে সরাতে পারলে অনৈক্য তাদের গ্রাস করবে, তারা একটি মেরুদন্ডহীন জাতিতে রূপান্তরিত হবে। তখনই কেবল আমাদের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করা সম্ভব। গোয়েন্দাদের এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ভারত উপমহাদেশের কিছু আলেম নামধারী (ধর্ম ব্যবসায়ী) লোকদেরকে টাকার বিনিময়ে কিনে নিয়ে তাদের মাধ্যমে ইসলামের মধ্যে পীরতন্ত্র, সুফিবাদ, জঙ্গিবাদ প্রভৃতি তরিকার নামে সরলমনা মুসলিমদের মাঝে চির ধরাতে শুরু করে। যার প্রমাণ আজো বেশির ভাগ ইন্ডিয়ান মুসলমান হাদীস তো কিনেই না, যদিও আরবি কুরআন কিনে, তাও লাল কাপড় দিয়ে মুড়ে রেখে দেয়, আর মাঝে-মধ্যে বের করে তিলাওয়াত করলেও আল্লাহ কুরআনে আমাদেরকে কী নির্দেশ দিয়েছেন, কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে বলেছেন তা জানেও না, জানার

চেষ্টাও করে না। যার কারণে ভারতীয় মুসলমানেরা সত্যিকারের ইসলামী বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ। আর আমাদের অজ্ঞতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কতিপয় ধর্ম ব্যবসায়ী আমাদের ঈমান, ইজ্জত ও সম্পদ লুটে নিচ্ছে। আর আমরা নির্বোধ শিশুর মত তাদের এসব কাজে সায় দিয়ে যাচ্ছি।

কিন্ত সু-সংবাদ হলো আমাদের দেশের কতিপয় আলেম-ওলামা বাংলার জমিনকে আল্লাহর রঙে রঙিন করার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। ডাকছেন ইসলামের সুশিতল ছায়াতলে। শিখাচ্ছেন কুরআন ও সহীহ হাদীসের সঠিক জ্ঞান। আমাদেরকে শুধু যাচাই-বাচাই করে যারা ডাকছে তাদের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, সাড়া দিতে হবে তাদের আহ্বানে। তাহলে ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাত থেকে নিজেদের ঈমান, সম্পদ ও মাল রক্ষা করতে পারব, ইনশা আল্লাহ।

শাহিনঃ- সব আলেমরাই তো কুরআন-হাদীসের কথা বলে। কিভাবে বুঝব কে সঠিক কথা বলছে?

আব্দুল্লাহঃ- হক্বপন্থি আলেম চেনা খুব কঠিন নয়, যেমনিভাবে একজন মুর্খ লোক পড়া-লেখা না জেনেও একটি জমি কেনার পূর্বে সে যেভাবে ঐ জমির কাগজপাতির সত্যতা যাচাই করে, সে জমি নির্ভেজাল কিনা তা প্রমাণ করে বের করে নেয়, ঠিক সেভাবেই একজন মুসলিম হক্বপন্থি আলেমদেরকে খুঁজে বের করতে পারে। দরকার শুধু মনের দরজা খুলে সঠিক ইসলাম জানার চেষ্টা করা। হক্বপন্থি আলেম চেনার কিছু নমুনা নিচে তুলে ধরা হল-

১। সবচেয়ে বড় প্রমাণ তারা দ্বীন প্রচার করে টাকার জন্য নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। প্রমাণ- তারা কোন ওয়াজ মাহফিল করে শর্ত করে টাকা চায় না।

২। তারা ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত অথবা সহীহ হাদীস থেকে দলীল দিয়ে কথা বলে। কুরআনের আয়াত কিংবা হাদীস ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলে না, পুরো আয়াত উচ্চারণ করে থাকে। কুরআন-হাদীসের দু-একটি শব্দ নিয়ে অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করে না।

৩। হক্বপন্থি আলেমগণ খুব বেশি কিচ্ছা-কাহিনী প্রচার করেন না।

৪। তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় থাকে তাওহীদের উপকারিতা ও শির্কের ভয়াবহতা সম্পর্কে। তারা কথায় কথায় কারো সাথে তর্ক কিংবা বাহাস করেত আগ্রহ দেখান না।

৫। সহীহ আক্বীদার আলেমগণ কোন মাসআলার ব্যাপারে নিজের মতামত দিয়ে বিশ্লেষণ কম করে থাকেন এবং তারা কোন মুসলিম দাবিদার মুশরেক হলেই কাউকে বা কোন গোষ্ঠিকে কাফের বলেন না।

৬। হক্বপন্থি আলেমগণ সুর কিংবা আবেগ দিয়ে নয়, কুরআন ও সহীহ হাদীস অথবা ইমামদের জ্ঞান দিয়ে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করেন।

এসব বিষয়ের বিরোধিতা যারা করেন তারাই মূলত বিদআতি কোথাও বা শির্কি। আল্লাহ আমাদের সকল মুসলিম ভাই ও বোনদেরকে দ্বীনের সেই জ্ঞানে সমৃদ্ধ করুন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ

হয়েছে। আমরা যেন আল্লাহর সেই নির্দেশ পালন করতে পারি, যা আল্লাহ সূরা আল-আরাফের তিন নাম্বার আয়াতে দিয়েছেন, আমিন।

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ [٧:٣]

অনুসরণ কর তার যা তোমাদের প্রতি রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহকে বাদ কোন আওলিয়ার অনুসরণ করো না। অল্প লোকই এ নির্দেশ পালন করে থাক।

সমাপ্ত

ইসলামের আরো বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানতে পড়ুন

ইসলাম শিক্ষা পাঠগার (ইশিপা) প্রকাশিত

স্মরণিকা-২০১৩